



138630 - হজ্জের মাধ্যমে ব্যক্তির দায়িত্বে অর্পিত ফরয অধিকারসমূহ যমেন কাফফারা কিংবা ঋণ রহতি হয় না

প্রশ্ন

আলহামদু লিল্লাহ, গত বছর আমার ফরয হজ্জ আদায় করার সুযোগ হয়েছে। আপনারা জানেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসে বলছেন: “মাবরুর হজ্জের প্রতিদিন জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু নয়”। কোন মুসলমি যখন হজ্জ আদায় করে তখন তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়, সে হজ্জ থেকে নবজাতকরে মত ফরিে আসে, ফতিরতরে (স্বাভাবিক মানবপ্রকৃতির) অবস্থায় ফরিে আসে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- বিগত দুই বছরে আমি যে রোযাগুলোর কাযা আদায় করিনি হজ্জ আদায় করার পরেও কি আমাকে সে রোযাগুলোর কাযা পালন করতে হবে? নাকি হজ্জ আদায় করার কারণে আল্লাহ আমার পূর্বের সবগুনাহ মাফ করে দিবেন? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদিন দিনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হজ্জের ফজলিত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যে হাদিসগুলো নরিদশে করে যে, হজ্জ করার কারণে গুনাহ মাফ হবে, পাপ মোচন হবে, মানুষ নবজাতকরে মত ফরিে আসবে। আরও জানতে দেখুন [34359](#) নং প্রশ্নোত্তর।

তবে, এ ফজলিত ও সওয়াব ব্যক্তির দায়িত্বে অর্পিত ফরয অধিকারগুলোকে রহতি করে দেয় না। সে অধিকারগুলো আল্লাহর প্রাপ্য হোক; যমেন- কাফফারা, মানত, অনাদায়কৃত যাকাত, অনাদায়কৃত রোযা, কিংবা সগেুলো বান্দার অধিকার হোক; যমেন- ঋণ ও এ জাতীয় অন্য কিছু। অতএব, হজ্জ গুনাহ মাফ করে; কিন্তু আলমেদেরে সর্বসম্মতক্রমে অধিকারগুলোকে রহতি করে না।

উদাহরণতঃ যে ব্যক্তির মযানরে কাযা রোযা পালনে বনি ওজরে বলিম্ব করছেন এরপর মাবরুর হজ্জ আদায় করছেন তার হজ্জের কারণে বলিম্ব করার গুনাহ মাফ হয়ে যাবে; কিন্তু রোযাগুলোর কাযা পালন করার দায়িত্বে রহতি হবে না।

‘কাশশাফুল ক্বনি’ গ্রন্থে (২/৫২২) বলেন: দুমাইরি বলেন, সহহি হাদিসে এসছে- “যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করলেন; কিন্তু কোন পাপ কথা বা পাপ কাজে লিপ্ত হননি তিনি ঐ দিনেরে মত হয়ে ফরিে আসবেন যদেনি তার মা তাকে প্রসব করছেলি”। এ হাদিসটির বধিান আল্লাহর অধিকার সংশ্লিষ্ট পাপেরে জন্য খাস; বান্দার অধিকার সংশ্লিষ্ট পাপেরে ক্ষতেরে নয় এবং এর বধিান কোন অধিকারকে রহতি করবে না। অতএব, যার উপর নামায কিংবা কাফফারা জাতীয় আল্লাহর অধিকারেরে কোন



দায়িত্ব অবশিষ্ট আছে এগুলো রহিত হবে না। কারণ এগুলো হচ্ছে- অধিকার; পাপ না। পাপ হচ্ছে- বলিম্ব করা। তাই বলিম্ব করার গুনাহ হজ্জের মাধ্যমে রহিত হবে; কিন্তু সে দায়িত্বটিনিয়। সুতরাং হজ্জ আদায় করার পর রোযাগুলোর কাযা পালনে কটে যদি বলিম্ব করে এতে করে তার নতুন আরকেটি গুনাহ হবে। তাই মাবরুর হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর নরিদশে লঙ্ঘনের গুনাহ রহিত হবে; অধিকারগুলো নয়। তিনি 'আল-মাওয়াহবে' গ্রন্থে এ অভিমত ব্যক্ত করেনে”।[সমাপ্ত]

ইবনে নুজাইম (রহঃ) তাঁর 'আল-বাহরুর রায়কে' গ্রন্থে (২/৩৬৪) হজ্জের মাধ্যমে কবরি গুনাহ মোচন হবে কনি এ সংক্রান্ত ইখতলিফ উল্লেখ করার পর বলেন: সারকথা হচ্ছে-মাসয়ালাটি ধারণাভিত্তিকি। হজ্জের মাধ্যমে আল্লাহর অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত কবরি গুনাহ মোচন হবে- এমনটি অকাট্যভাবে বলা যাবে না; বান্দার অধিকার সংক্রান্ত গুনাহ তো দূরে থাক। আর যদি আমরা এ কথা বলিও য়ে, হজ্জের মাধ্যমে সব ধরণের গুনাহ মোচন হবে এর অর্থ এ নয় য়ে, যমেনটি অনেকে মানুষ ধারণা করে থাকে- হাজী ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে; আর না কাযা নামায, কাযা রোযা ও অনাদায়কৃত যাকাত পরিশোধের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে। কারণ এমন অভিমত কটেই ব্যক্ত করনে। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঋণ আদায়ে গড়মিসি করা ও দরৌ করার গুনাহ মাফ হবে এবং আরাফার ময়দানে অবস্থান করার পর যদি ঋণ পরিশোধে দরৌ করে তাহলে এখানে আবার গুনাহগার হবে। নামায বলিম্ব আদায় করার গুনাহ হজ্জের মাধ্যমে মাফ হবে; অনাদায়কৃত নামাযের কাযা পালনের দায় মুক্ত হবে না। আরাফার ময়দানে অবস্থান করার পরপর কাযা পালন করা কর্তব্য; যদি পালন না করে তাহলে অবলিম্ব পালন করার মতামত অনুযায়ী সে গুনাহগার হবে। অন্যান্য আমলেরে ক্ষত্রেও এ কয়িস প্রযোজ্য। মোটকথা হল: এ বিষয়টি অজ্ঞাত নয় য়ে, হজ্জ সংক্রান্ত হাদিসগুলোকে এর সাধারণ অর্থ গ্রহণ করার কথা কটে বলেননি”।[সমাপ্ত]

মোদ্দাকথা: রমযানের রোযার কাযা পালন আপনার উপর আবশ্যকীয়; কাযা পালন করা ছাড়া আপনি এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবেন না।

আল্লাহই ভাল জাননে।